তারিখ 24/11/79
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

211

কারিগরি শিক্ষা হবে অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ : শাহ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেছেন, সরকার কারিগরি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিছুদিনের মধ্যে যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতি ঘোষণা করা হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা হবে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবার সকালে ইউনেস্কো রিজিওনাল অফিস কর্তৃক আয়োজিত টেকনিশিয়ানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির এক সেমিনারের উদ্বোধনকালে একথা বলেন। গতকাল থেকে ঢাকায় ৬ দিন ব্যাপী এই সেমিনার শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক হোটেলে আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে আরো বক্তৃতা করেন : শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান, জনাব ওবায়দুল ইসলাম, উপাচার্য ডঃ ওয়াহিদ উদ্দীন আহমদ ও ডঃ আজিজুল হক।

(শেষ পৃঃ ৪–এর কঃ দ্রঃ)

শাহ

(১ম পৃঃ পর)

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের দেশের জনসংখ্যাকে আমরা অভিশাপ মনে করিনা বরং সম্পদ বলে মনে করি। জনসংখ্যাকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছি। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারা দেশে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচীর মধ্যেও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের জন্য সারা দেশে প্রতিটি থানায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাম্প্রতিক দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচীর কথা উদ্ধৃত করে বলেন, দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হলে খাল কেটে পানি সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থা অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিশ্বব্যাপী নানা সংঘাত, বৈপরীত্য ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে। সারা বিশ্বের মানুষ আজ যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে বিরাজ করছে। এই রকম সংঘাতপূর্ণ পৃথিবী আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না। জাতিসংঘ আজ দেশে দেশে এই সংঘাত নিরসনে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ বিশ্বের বহু উন্নত দেশ অস্ত্রখাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। অস্ত্রখাতে অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যয় হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে শিক্ষা সচিব কাজী ফজলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশ দক্ষ ও উপযুক্ত জনশক্তি সৃষ্টির জন্য কারিগরি শিক্ষার সর্বদিকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওয়াহিদউদ্দীন আহমদ বলেন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মর্যাদার বিষয়টি শিক্ষা পরিকল্পকদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ৩ জন ও অন্যান্য দেশ থেকে মোট ১০ জন বিদেশী প্রতিনিধি সেমি বিষয়টি শিক্ষা পরিকল্পকদের গুরুত্ব ৩ জন বিদেশী প্রতিনিধি এসে পৌঁছেছেন। ১লা ডিসেম্বর এই সেমিনার শেষ হবে।